রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তপক্ষ কর্তক প্রকাশিত

সোমবার, জুন ৭, ২০১০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ঢাকা

(শুল্ক)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৭বঙ্গাব্দ/৭ জুন ২০১০ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও নং ১৬৩-আইন/২০১০/২২৮৬/শুল্ক।–Customs Act, 1969 (Act IV of 1969) এর section 18E এর Sub-section (5) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথাঃ–

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।
এই বিধিমালা সেইফগার্ড শুল্ক বিধিমালা, ২০১০ নামে অভিহিত হইবে।

বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থি কিছ না থাকিলে, এই বিধিমালা
২। সংজ্ঞা।–
(১) "অনরূপ পণ্য" অর্থ এইরূপ পণ্য যাহা তদন্তাধীন পণ্যের অভিন্ন প্রকারের অথবা প্রায় সকল দিক হইতে একই রকম;
(২) "আইন"অর্থ Customs Act, 1969 (Act IV of 1969);
(৩) "আগ্রহী পক্ষ" অর্থ–
(ক) সেইফগার্ড শুল্ক আরোপের উদ্দেশ্যে তদন্তাধীন পণ্যের রপ্তানিকারক বা বিদেশী উৎপাদনকারী বা আমদানিকারক অথবা কোন ব্যবসায় বা বণিক সমিতি, যাহার অধিকাংশ সভ্য উক্ত পণ্যের উৎপাদনকারী, রপ্তানিকারক বা আমদানিকারক;
(খ) রপ্তানীকারক দেশের সরকার; এবং
(গ) বাংলাদেশে অনরূপ পণ্য বা প্রত্যক্ষভাবে প্রতিযোগী পণ্যের উৎপাদনকারী;

(৪) "কর্তৃপক্ষ"অর্থ বিধি ৩ এর অধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত সেইফগার্ড কর্তপক্ষ;

(৫) "তদন্ত" অর্থ আইনের section 18E এর উদ্দেশ্যপরণকল্পে এই বিধিমালার বিধান মোতাবেক পরিচালিত কোন তদন্ত (enquiry);

(৬) "প্রত্যক্ষভাবে প্রতিযোগী পণ্য" অর্থ এইরূপ পণ্য যাহা তদন্তাধীন পণ্যের বিকল্প;

(৭) "বর্ধিত পরিমাণ" অর্থ নিরংকশ মাত্রায় বা স্থানীয় উৎপাদনের সহিত তলনীয় মাত্রায় আমদানি বদ্ধি;

(৮) "সংকটাপন্ন পরিস্থিতি" অর্থ এইরূপ কোন পরিস্থিতি যে ক্ষেত্রে সস্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে যে, বর্ধিত আমদানি অনরূপ পণ্য বা প্রত্যক্ষভাবে প্রতিযোগী কোন পণ্য উৎপাদনকারী স্থানীয় শিল্পের স্বার্থহানি করিয়াছে অথবা স্বার্থহানির কারণ হইয়াছে এবং সাময়িক সেইফগার্ড শুল্ক আরোপ বিলম্বিত হইলে স্থানীয় শিল্পের এইরূপ ক্ষতি হইবে যাহা পূরণ করা কষ্টসাধ্য হইবে;

(৯) "সাময়িক শুল্ক" অর্থ আইনের section 18E(2) এর অধীন আরোপিত সাময়িক সেইফগার্ড শুল্ক;

(১০) "স্থানীয় শিল্প" অর্থ উৎপাদনকারী, যাহারা–

(ক) সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশে অনরূপ পণ্য বা প্রত্যক্ষভাবে প্রতিযোগী পণ্য উৎপাদন করে; বা

(খ) অনরূপ পণ্য বা বাংলাদেশে প্রত্যক্ষভাবে প্রতিযোগী উক্ত পণ্যের মোট দেশীয় উৎপাদনের অধিকাংশ সম্মিলিতভাবে উৎপাদন করে;

(১১) "স্বার্থহানী" অর্থ এইরূপ কোন ক্ষতি যাহা স্থানীয় শিল্পের সামগ্রিক অবস্থাকে লক্ষ্যনীয় মাত্রায় ভারসাম্যহীন করে;

(১২) "স্বার্থহানির হুমকি" অর্থ স্বার্থহানির সস্পষ্ট এবং অত্যাসন্ন ঝুকি।

৩। সেইফগার্ড কর্তপক্ষ।–

(১) এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পরণকল্পে, পণ্যের সেইফগার্ড সম্পর্কিত কোন আবেদনের বিষয়ে তদন্ত অনষ্ঠান পরিচালনা এবং রিপোর্ট প্রদানের নিমিত্ত বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যান বাংলাদেশের সেইফগার্ড কর্তপক্ষ হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন।

(২) কর্তপক্ষকে সরকার প্রয়োজনীয় জনবল সরবরাহ এবং অন্যান্য সুযোগ-সবিধাদি প্রদান করিবে।

৪। **কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব**।—এই বিধিমালার বিধানাবলী সাপেক্ষে, কর্তপক্ষের দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ, যথাঃ—

(ক) সেইফগার্ড শুল্ক আরোপযোগ্য পণ্য সনাক্তকরণ;

(খ) বাংলাদেশে কোন পণ্যের বর্ধিত আমদানির প্রভাবে স্থানীয় শিল্পের স্বার্থহানি অথবা স্বার্থহানির হুমকি এর অস্তিত্ব সম্পর্কে তদন্ত অনুষ্ঠান পরিচালনা;

(গ) কোন নির্দিষ্ট দেশ হইতে কোন পণ্যের বর্ধিত আমদানির প্রভাবে স্থানীয় শিল্পের স্বার্থহানি অথবা স্বার্থহানির হুমকির বিষয়ে সরকারের নিকট রিপোর্ট, সাময়িক অথবা অন্যবিধভাবে, প্রদান;

(ঘ) নিম্নবর্ণিত বিষয়ে সুপারিশ প্রদান, যথা ঃ—

(অ) স্থানীয় শিল্পের স্বার্থহানি অথবা স্বার্থহানির হুমকি দূরীকরণার্থ আরোপযোগ্য সেইফগার্ড শুল্কের পরিমাণ;

(আ) আরোপযোগ্য সেইফগার্ড শুল্কের স্থায়িত্বকাল এবং, যেক্ষেত্রে এইরূপ শুল্ক এক বৎসরের অধিক সময়ের জন্য আরোপের সুপারিশ করা হয়, সেক্ষেত্রে, অগ্রগতিশীল উদারীকরণের একটি সময়সীমা, যাহা শিল্পের ইতিবাচক সমন্বয়ে সহায়তার জন্য যথার্থ;

(ঙ) সেইফগার্ড শুল্ক অব্যাহত রাখিবার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে পুনর্বিবেচনাকরণ।

৫। **তদন্ত আরম্ভকরণ**।—(১) কতর্পক্ষ, অনরূপ পণ্য বা প্রত্যক্ষভাবে প্রতিযোগী পণ্যের স্থানীয় উৎপাদনকারী কর্তৃক অথবা তাহার পক্ষে দাখিলকৃত লিখিত আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর, বিক্রয়, উৎপাদন, উৎপাদনশীলতা, উৎপাদন ক্ষমতার ব্যবহার, মুনাফা ও লোকসান এবং কর্মসংস্থানের মাত্রার পরিবর্তনের মাধ্যমে নিরংকুশ মাত্রায় বা স্থানীয় উৎপাদনের সহিত তলনীয় মাত্রায় কোন পণ্যের বর্ধিত আমদানির প্রভাবে স্থানীয় শিল্পের স্বার্থহানি অথবা স্বার্থহানির হুমকির অস্তিত্ব নির্ণয় করিবার জন্য তদন্ত আরম্ভ করিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন আবেদনপত্র কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত ছকে এবং নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে প্রমাণাদি দ্বারা সমর্থিত হইতে হইবে, যথাঃ—

(ক) বর্ধিত আমদানি;

(খ) স্থানীয় শিল্পের স্বার্থহানি অথবা স্বার্থহানির হুমকি;

(গ) আমদানি ও কথিত স্বার্থহানি বা স্বার্থহানির হুমকির মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক; এবং

(ঘ) আমদানি প্রতিযোগিতার সহিত ইতিবাচক সমন্বয়ের উদ্দেশ্যে গৃহীত ব্যবস্থা বা পরিকল্পিত গৃহীতব্য ব্যবস্থার অথবা উভয়বিধ ব্যবস্থা।